সম্পাদকীয়

আত্মপ্রকাশ

প্রথমেই প্রশ্ন আসবে যে স্বাস্থ্য নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে, বেশ কিছু পত্রপত্রিকা রয়েছে তাহলে আবার কেন? স্বাস্থ্য নিয়ে যে পত্রিকাগুলি রয়েছে তা হয় তাত্ত্বিক যা বিভাগীয় জার্নাল ধরণের বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি পূর্ণ অথবা জনসাধারণকে রোগ নিরাময় সংক্রান্ত উপদেশমূলক। শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দলীয়, বিভাগীয়, তাত্ত্বিক ও সরকারী প্রচার মূলক পত্রপত্রিকা চালু আছে কিন্তু স্বাস্থ্য বা শিক্ষা নিয়ে অথবা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে সরকারী নীতি, কাঠামো ও প্রক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে সাধারণের কর্তব্য পর্য্যন্ত কিংবা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে সরকার ও নাগরিক উভয়ের এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির কি করণীয় এই নিয়ে সামগ্রিক আবেদন (Holistic Appeal) সম্পন্ন পত্রপত্রিকার একান্তই অভাব।

দেশের ও সমাজের উন্নয়ন একান্ত কাম্য। কিন্তু সেই উন্নয়ন কোন পথে হবে? উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকার, প্লানিং কমিশন, এন জি ও, বৃত্তিজীবীদের ও পেশাজীবীদের সংগঠন, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণের মধ্যে বিতর্ক ছিল, আছে ও থাকবে। বহু পরীক্ষানিরীক্ষা, ব্যর্থতা-সাফল্য, অভিজ্ঞতার পর সাধারণভাবে সকলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলসম্পন্ন উন্নয়নের (Inclusive and Sustainable Development) ধারণাটি উন্নতিশীল দেশগুলিতে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর সাথে অবধারিতভাবে এসে পড়েছে সাধারণের ক্ষমতায়ণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্নীতি-স্বজনপোষণ-আমলাতন্ত্র, ফসিল ফুয়েল জনিত শক্তির অবসান, বিশ্বায়নের প্রভাব, উদারনীতির সুফল-কুফল, প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারীমুক্তি, যৌনস্বাধীনতা, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা, তর্ক, কোলাহল।

কিন্তু সাধারণের বোধগম্যভাবে এই উন্নয়নের গবেষণাগুলি, তত্ত্ব ও তথ্যগুচ্ছ কিংবা যাত্রাপথ নিয়ে কোন পত্রিকার অনুপস্থিতি প্রতিনিয়ত অনুভব হয়। আর সামগ্রিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন নিয়ে এই দিক নির্দেশ চোখেই পড়ে না। তাই স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন নিয়ে সমাজ ও জনমানসে প্রাথমিক আলোড়ন তোলার জন্যই **'স্বাস্থ্য-শিক্ষা-উন্নয়নে'**র আত্মপ্রকাশ। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন তিনটি পৃথক শব্দ ও বিষয় হলেও খুবই সংপৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট, একটির বিকাশ ছাড়া অন্যটির বিকাশ সম্ভব নয়। আর আমাদের সমাজের চিরস্থায়ী পশ্চাদপদতা কাটাতে এই তিনটি বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

২০১০ সালে প্রথম, রাষ্ট্রপুঞ্জ মানব উন্নয়ন রিপোর্টে অভিবাসনকে উন্নয়নের সূচক হিসাবে গ্রহণ করেন। সমস্ত সূচক বিবেচনা করে ১৭৮ টি সদস্য দেশের মধ্যে শীর্ষ থাকা দশটি দেশ ছিল ঃ নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, আইসল্যান্ড, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস্, সুইডেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও জাপান। প্রথম ১৬টি দেশের মধ্যে সব কটি স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশ এবং প্রথম ২৫টি দেশের মধ্যে পর্তুগাল বাদে সমস্ত পশ্চিম ইউরোপের দেশ রয়েছে। লক্ষণীয় অস্ট্রেলিয়া (২) ও নিউজিল্যান্ড (২০) ভাল স্থানে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৩), ব্রিটেন (২১), জার্মানী (২২), কিউবা (৫১), ব্রাজিল (৭৫), চীন (৯২) এবং ভারত (১৩৪)। জাপান ছাড়া এশিয়ান দেশগুলির মধ্যে সিঙ্গাপুর (২৩) ও দক্ষিণ কোরিয়া (২৬) ভাল স্থানে আছে। মুসলিম দেশগুলির মধ্যে এগিয়ে আছে কুয়েত (৩১) এবং 'সার্ক' দেশগুলির মধ্যে শ্রীলঙ্কা (১০২)। আমরা এই উন্নত দেশগুলির ইতিবাচক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারি। এর বাইরে গিয়েও কিউবার জনস্বাস্থ্যে, ব্রাজিলের দারিদ্রমোচনে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য অবসান ও বহুজাতিক সরকার

গঠনে, চিলির গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির, জার্মানীর অপ্রচলিত শক্তির ক্ষেত্রে, সুইজারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের সাফল্যগুলি আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি।

দেশের মধ্যেও নারী শিক্ষায় কেরল, চিকিৎসায় তামিলনাড়ু-অন্ধ্র, তথ্যপ্রযুক্তিতে কর্ণাটক, শিল্পে গুজরাট-মহারাষ্ট্র অর্থকরী-কৃষিতে পাঞ্জাব, সবুজায়ণে রাজস্থান, পরিবেশ বান্ধব পর্যটনে হিমাচল ও সিকিম, পরিবহনে অসম, পরিকাঠামো গঠনে মধ্যপ্রদেশ ও বিহার, রাজনৈতিক সুস্থিতির জন্য মিজোরাম, ত্রিপুরার মিড ডে মিলের, ক্রীড়ায় হরিয়াণা ও মনিপুরের উদ্যোগগুলি বিবেচনা করতে পারি। এই বছর প্রতিবেশী ভূটান সুখকে (Happiness) একটি সূচক হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিয়েছে।

আপনাদের আর্শীর্ব্বাদ নিয়ে **'স্বাস্থ্য-শিক্ষা-উন্নয়ন'** যাত্রা শুরু করল। সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিমন্ডলের চলমান মূল বিতর্কগুলিকে আমরা সংক্ষেপে ও সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব। চেষ্টা করব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণালব্ধ সুফলগুলি বিনিময় করতে। সঠিক নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মকান্ডের রূপরেখা প্রস্তুত করতে এবং তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ নিতে। সরকার ও প্রশাসনকে সতর্ক ও সহযোগিতা করতে। সর্বোপরি ব্যাপক মানুষকে যুক্ত করে পর্য্যাপ্ত, সার্বজনীন, কার্য্যকরী, গণমুখী ও পরিবেশ বান্ধব স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে। **'স্বাস্থ্য-শিক্ষা-উন্নয়নে'**র টলমল শৈশবে আপনাদের সকলের সজীব অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। আপনাদের সকলকে শারদীয়া শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা দীর্ঘায়ু হোন, সকলে ভালো থাকুন, উন্নয়ন ও অগ্রগতির জোয়ার আসুক।

—— ● ——

○ 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' মণিপুরের অসম সাহসিনী মানবাধিকার কর্মী **ইরম শর্মিলা চানুর** দীর্ঘ দশ বছরের অহিংস অনশন সত্যাগ্রহকে শ্রদ্ধা জানায়, মণিপুরে 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট (আফস্পা)' প্রত্যাহারের দাবী জানায় এবং শর্মিলার সমর্থনে 'জষ্টিস ফর পিস ফাউণ্ডেশনে'র আন্দোলনকে সমর্থন জানায়।

○ 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' **আন্না হাজারে** ও নাগরিক সমাজ কর্তৃক 'জন লোকপাল বিল', 'লোকাযুক্ত', 'Right to Recall' নিয়ে জন আন্দোলনকে সমর্থন জানায় এবং সরকারের কাছে দাবী করে যে বিদেশী ব্যাঙ্কে রক্ষিত সমস্ত কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করতে হবে ও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি থেকে নেওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ শিল্পপতিদের অবিলম্বে শোধ করতে হবে।

○ 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' Genetically Modified (GM) শস্যের অনুমোদনের জন্য রচিত Biotechnology Regulatory Authority of India (BRAI) বিল প্রত্যাহারের দাবীতে **'গ্রীন পিস'** আন্দোলনকে সমর্থন করে।